Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

৩৯ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬, সোমবার, ২ আশ্বিন, ১৪২৩

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে সিপিআই(এম) কর্মীদের উপর নৃশংস আক্রমণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ সেপ্টেম্বর : যেনতেন ছুতোয় সিপিআই(এম)-কে আক্রমণ করাই এখন শাসকদলের একমাত্র কাজ। উদ্দেশ্য বিরোধী দলকে মাথা তুলতে না দেওয়া। এমনই এক ঘটনা ঘটেছে ভাতাড় থানার মহড়া গ্রামে। জমির বিবাদকে কেন্দ্র করে সিপিআই(এম) কর্মীদের উপর নৃশংস আক্রমণ চালায় তৃণমূলীরা। কুমার ধাড়া সহ গুরুতর জখম হয়ে তিনজন ভর্তি হন বর্ধমান হাসপাতালে এবং ভাতাড় হাসপাতালে। আহতদের দেখতে হাসপাতালে ছুটে যান সিপিআই(এম) নেতা গণেশ চৌধুরী, সুভাষ মণ্ডল, বামাচরণ ব্যানার্জী, সিদ্ধার্থ রায় প্রমুখ।

গত বিধানসভা নির্বাচনে মহড়া গ্রামের কুমার ধাড়ার পরিবার সিপিআই(এম)-এর হয়ে প্রচার করে। ফল প্রকাশ হওয়ার পর একদফা মারধোর করে এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে। এমনকি বর্ষাতে জমিতে চাষও করতে দেয়নি। ভাতাড় থানায় এই মর্মে অভিযোগ জানায় কুমার ধাড়ার পরিবার। তাতেই ১০৭ ধারায় মামলা হয় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। এই আক্রোশেই তৃণমূলী দুষ্কৃতীরা ১৭ অগস্ট রাত্রিবেলায় কুমার ধাড়ার পরিবারের ওপর চড়াও হয়। মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেয়। লোহার রড দিয়ে প্রথমে কুমার ধাড়াকে, পরে ভাই বিকাশ ধাড়া, স্ত্রী এবং বৌমা বাঁচাতে এলে তাদেরকে আক্রমণ করে। এমনকি শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। তাদের মুরগির পোলট্রিতেও হামলা চালায়। গোলমাল শুনে প্রতিবেশীরা তাদেরকে উদ্ধার করে এবং হাসপাতালে ভর্তি করে।

শাসকদলের এই ধরনের আচরণে এলাকার মানুষ তিতিবিরক্ত। ভয়ে মুখ না খুললেও এইরকম জঙ্গলের রাজত্ব মেনে নিতে পারছে না মানুষ। যদিও দুষ্কৃতীদের পুলিশ এখনও ধরেনি। প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও তাদেরকে গ্রেপ্তার না করায় মানুষ ক্ষুব্ধ। সিপিআই(এম) জোনাল সম্পাদক সুভাষ মণ্ডল দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে।

রক্তদান শিবির, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৮ সেপ্টেম্বর : ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে চুপি হাটতলায় সারা দিনব্যাপী, স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সহ নানা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া রোড রেস, স্লো-সাইকেল রেস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১০জন মহিলা সহ মোট ৬৬ জন যুবকর্মী রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহ করে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক।

বিকালে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আদিবাসী নৃত্য ও লোকগীতি, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণ দেন ও পুরস্কার বিতরণ করেন প্রাক্তন বিধায়ক সুব্রত ভাওয়াল।

রাজভবন অভিযানের প্রচার তুঙ্গে উঠলো কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ সেপ্টেম্বর : কর্মসংস্থানমুখী শিল্পায়ন, শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ, শিক্ষায় অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ, বন্ধ, দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ সহ বিভিন্ন দাবিদাওয়াতে বৃহস্পতিবার ছিল যুবদের রাজভবন অভিযান। এই অভিযানের আগে কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে কালনায় প্রচারকে তুঙ্গে তোলেন যুবরা। মাইক প্রচার, মিছিল, পথসভার মধ্য দিয়ে প্রচার চলে। আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাড়ুবাটী রথতলায় পথসভায় গৌতম হালদারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন গৌতম দাস, নবকুমার বাগ প্রমুখ। মালতীপুর মোড়, নিভুজীবাজার, বাঘনাপাড়া, কৃষ্ণদেবপুর প্রভৃতি জায়গাগুলিতে পথসভায় বক্তব্য রাখেন মানস রায়, হালিম শেখ প্রমুখ।

বোনাস সহ অন্যান্য দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : আজ দুপুরে হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ (সি.আই.টি.ইউ)-এর ডাকে, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার প্রশাসনিক ভবন (সি.ই.ও. দফ্তর)-এর ইস্পাত শ্রমিক-কর্মচারীদের এক বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। অবিলম্বে বার্ষিক বোনাস, এন.জে.সি.এস আলোচনা শুরুর দাবি সহ অন্যান্য দাবিতে এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অরুণ চৌধুরী, বিশ্বরূপ ব্যানার্জী ও প্রকাশতরু চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন কাজল মজুমদার। ইস্পাত কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি-সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে খবর এসে পৌঁছায় যে বিশাখাপত্তনম্ ইস্পাত কারখানার কো-অপারেটিভ নির্বাচনে সি.আই.টি.ইউ প্রার্থীরা বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। ৫টি ডাইরেক্টর পদের সব কটিতেই সি.আই.টি.ইউ প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। এই বিপুল জয়ের জন্য স্টিল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (সি.আই.টি.ইউ.)-র পক্ষে পি কে দাস বিশাখাপত্তনম্ ইস্পাত কারখানার ইস্পাত শ্রমিক-কর্মচারী এবং সি.আই.টি.ইউ-এর নেতৃত্ব ও কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৮ সেপ্টেম্বর : মেমারি থানার অন্তর্গত বোহার-১ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রুকগাশপুর গ্রামে তৃণমূলের এক কর্মীর বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে ৩ জন আহত হয়। বাড়ির মালিক আলি মোল্লা সেখ, তাঁর স্ত্রী, আরফান বিবি ও পুত্র নূরমহম্মদ বসবাস করতেন। আলি মোল্লা পেশায় খেতমজুর। ঘটনাটি ঘটে সকাল পৌনে ৬টার সময়। বিকট বোমার শব্দ তারপর ধোঁয়া। গ্রামবাসীরা ছুটে এসে দেখেন ঘরের দেওয়াল ফেটে গেছে। ঘরের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড। ঘরের ভিতর থেকে ৩ জনের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। গ্রামবাসীরা ৩ জনকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে এসে মেমারি হাসপাতালে পাঠায়। আহতরা হলেন আলি মোল্লার আত্মীয়। এক ছেলে (৪), এক মেয়ে (৬) ও তাদের

—এরপর তিনের পাতায়

বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : এদিন বিকালে দুর্গাপুর কেমিক্যালস-এর বেসরকারিকরণ এবং হিন্দুস্থান কেবল্‌স বন্ধ করে দেবার প্রতিবাদে ইস্পাতনগরীতে একটি বিশাল মিছিল ও জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। বিশাল এই প্রতিবাদ মিছিল বি-জোনের বি টি রণদিভে ভবন থেকে শুরু হয়ে চণ্ডীদাস বাজারে গিয়ে শেষ হয়। সভাশেষে বক্তব্য রাখেন স্বপন মজুমদার এবং দেবেশ চক্রবর্তী। মিছিলে ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক সন্তোষ দেবরায় সহ ট্রেডইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

বর্ধমান শহরেও বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ছাত্র, যুব, মহিলা, শ্রমিক ও কর্মচারীদের একটি বিশাল জমায়েতের মাধ্যমে কার্জন গেটে এদিন পথসভা, বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ নেতা কালিশঙ্কর পাল। উপস্থিত ছিলেন নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

রশীদ চৌধুরীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : সমাজ-শিক্ষা-সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে উজ্জ্বল পুরুষ অধ্যাপক আবদুর রশীদ চৌধুরী গত ১৩ সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয় বর্ধমান শহরের পীর বাহারাম কবরস্থানে ১৫ সেপ্টেম্বর। উপস্থিত ছিলেন পুত্র, আত্মীয় পরিজন সহ অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী। তাঁর কবিতার বই 'আকর্ষ'। অসংখ্য কবিতা লিখে রেখে গেছেন। ইংরাজি, অর্থশাস্ত্র ও দর্শনে এম.এ. পাশ করার পর তিনি বি.টি এবং আইনবিদ্যায় স্নাতক হন। বর্ধমানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় প্রথম ডিভিশন-এ ফুটবল খেলেছেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদে নতুন চিঠি পত্রিকার পক্ষ থেকে বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য এবং অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুস সবুর এবং পত্রিকা পরিবারের সকলে। প্রয়াত চৌধুরী রেখে গেলেন তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, পত্নী কবি রত্না রশীদ সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ীদের। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত তার শ্রদ্ধানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে বর্ধমান ভবন, সাধনপুর, কালনা রোড, বর্ধমানে। রশীদ সাহেবের অনুরাগী সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পরিবারের সকলে।

পূর্বস্থলীতে ডেঙ্গু আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১১ সেপ্টেম্বর : চিকিৎসার গাফিলতিতে ডেঙ্গুতে মৃত্যু, ক্ষোভ উগরে দিল ছবি মাহিষ্যর পরিবার। পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের নিমদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মধুপুর গ্রামের চাঁদপাড়ার ছবি মাহিষ্য (৫৬) গত ৩১ অগস্ট ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। ১০ দিন পর অবস্থা খারাপ হলে কলকাতার নীলরতন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই মৃত্যু। তাঁর মৃতদেহ গ্রামে আনা হলে গ্রামের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অজয় রাজুয়া, কৃষ্ণ পরামানিক সহ গ্রামের ১০জন এখনো কলকাতা এবং নবদ্বীপ স্টেট হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে

চিকিৎসার জন্য ভর্তি আছেন। তাঁরা আশঙ্কিত, চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠবেন তো! এদিকে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক মৃণালকান্তি হালদার-এর গ্রাম ঘুরে যাওয়া ছাড়া স্বাস্থ্য দপ্তরের আর কোনো পরিষেবা এখনও পর্যন্ত গ্রামে দেখা যায়নি। এদিন সকালে স্বাস্থ্য দপ্তরের স্থানীয় কর্মী অরুন্ধতী কর্মকার ৮-৯ জন স্বাস্থ্য কর্মী সহ চাঁদপাড়া সংলগ্ন গ্রামে ঘোরেন। ছবি মাহিষ্য পরিবারের সদস্য মদন, সাধন ও মুরারী তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যদি এই হাল হয়, তাহলে আমরা যাব কোথায়? নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে সকালে রক্ত পরীক্ষা হলে রাত দশটায় রিপোর্ট দেয়। এইরকম গাফিলতির জন্যই ছবি মাহিষ্য মারা গেল।

প্রসঙ্গত বিডিও সোমনাথ দে গতকাল কথা দিয়েছিলেন গ্রামবাসীকে ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতন করার জন্য মশা মারা তেল ও ব্লিচিং ছড়ানো হবে।

—এরপর চারের পাতায়

এবারের শরতে অনন্য শারদ সম্ভার নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০১৬

লিখছেন : শুভঙ্কর চক্রবর্তী, মদন ঘোষ, অমল হালদার, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, মইনুল হাসান, সলিল আচার্য, সুমিতা চক্রবর্তী, আভাস রায়চৌধুরী, সুধীর রায়, কার্তিক গাঙ্গুলী, পার্থ মুখার্জী সহ আরও অনেকে। **গল্প লিখেছেন**— দেবদত্ত রায়, মণি মুখার্জী, স্বপন ঘোষ চৌধুরী, মানিক অধিকারী প্রমুখ। **কবিতা লিখেছেন**—কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, অনাথ মুখোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, জিয়াদ আলি, নিমাই মান্না, শ্যামলবরণ সাহা, প্রকাশ দাশ, রাজকুমার রায়চৌধুরী, দেবেশ ঠাকুর, অংশুমান কর, সঞ্চয়িতা কুণ্ডু, অরবিন্দ সরকার, সহ একঝাঁক প্রবীণ ও নবীন কবি।

পাওয়া যাবে

পত্রিকা দপ্তর, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ-এর সমস্ত শাখায়, পাতিরামের স্টল সহ বহু পত্র-পত্রিকার স্টলে।

নতুন চিঠি

১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ ও ভারত

ধর্ম যখন অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে এমনকি একই ধর্মের মধ্যেও ভিন্ন ধারার বিরুদ্ধে, সংগঠিত আক্রমণের রূপ নেয়, তখনই তা জঙ্গি সন্ত্রাসবাদের রূপ গ্রহণ করে। সারা পৃথিবী আজ ইসলাম ধর্মের নামে এই জঙ্গি সন্ত্রাসবাদের শিকার। ভারতও একের পর এক জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত। পাঠানকোটের বিমান ঘাঁটির পর এবার কাশ্মীর সীমান্তে সেনা ঘাঁটিতে এই জঙ্গি হামলায় নিহত হলো ১৭ জন জওয়ান। জখমের সংখ্যাও তিরিশের উপরে।

এই জঙ্গি বীভৎসা যেমন সারা দেশকে শিহরিত করে তুলেছে, তেমনি স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নও উঠেছে ভারতের বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা নিয়েও। পাক-ভারত নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাশিবিরে সরাসরি এই আক্রমণ কীভাবে সম্ভব হল? বেশ কিছুদিন ধরেই একের পর এক জঙ্গি আক্রমণে কাশ্মীর উত্তাল, শত শত মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। তবুও নিরাপত্তা ব্যবস্থার এই করুণ হাল কেন? যাতে সেনা শিবিরের মতো সুরক্ষিত স্থানও এরকম ভয়াবহ আক্রমণের শিকার হতে পারে?

ভারতের মোদী সরকার এই চূড়ান্ত ব্যর্থতার দায় অস্বীকার করতে পারে না। আসলে মোদী সরকারও তো একই ধর্মীয় মৌলবাদের এক প্রতিস্পর্ধী প্রতিনিধি। ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে বিজেপি দল ও তার সঙ্ঘ-পরিবার ভারতকে এক হিন্দু রাষ্ট্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। ভারত যখন এক ভয়ংকর আর্থ-সামাজিক সংকটের সম্মুখীন তখন সরকারের বাক্‌বিভূতিই একমাত্র সম্বল। প্রকৃত কোনো উদ্যোগ নেই। তাঁর দল ও সঙ্ঘ পরিবার গো-হত্যা ইত্যাদি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক চর্চায়ই ব্যতিব্যস্ত। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান থেকে এই সমস্যা মোকাবিলা হিন্দু মৌলবাদের দ্বারা চালিত এই সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই একদিকে যেমন পাকিস্তান যেমন 'মুসলিম ধর্মীয় মৌলবাদকে উৎসাহিত' করেছে, ভারতও সেখানে হিন্দু মৌলবাদের সাহায্যে তাকে প্রতিহত করতে চাইছে। এর ফলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিকতার সাংবিধানিক ব্যবস্থাই বিপন্ন থেকে বিপন্নতর হচ্ছে।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : গতকাল ইস্পাতনগরীর ১নং বিদ্যাসাগর এভিন্যু-এ প্রয়াত রমেশ দাস ভবনে, প্রয়াত সলিল দাশগুপ্ত (বড়) ও প্রয়াত অজিত কর্মকার মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের দুর্গাপুর ইস্পাত শাখার ৪র্থ সম্মেলন। পতাকা উত্তোলন করেন আশীষতরু চক্রবর্তী। ১১ জনের নতুন কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে আশীষতরু চক্রবর্তী, কবিরঞ্জন দাশগুপ্ত ও বাণীপ্রসাদ পাল।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বর্ধমান জেলা সম্পাদক অভিজিৎ মিত্র ও দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়।

.এক ডজন প্রশ্ন

১. 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকাটি আগে কী নাম ছিল? কবে এই নাম হয়েছিল?
২. প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলি কোথায় কবে জন্মান? তিনি কটি ভাষা জানতেন? তাঁর কী কী ছদ্মনাম ছিল?
৩. বিপ্লবী যতীন দাস কোথায় কবে কতদিন অনশনের পর মৃত্যুবরণ করেন?
৪. কৃষক নেতা মনসুর হবিবুল্লাহ্ কবে প্রয়াত হন? কৃষকনেতা বিনয় কোঙার কবে প্রয়াত হন?
৫. উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দুটি দেশ কোস্টারিকা এবং গুয়াতেমালা একই দিনে স্বাধীন হয়, কোন দিনে?
৬. জাতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং দিবস কার স্মরণে কবে পালিত হয়? তাঁর জন্ম কবে হয়েছিল?
৭. 'আন্তর্জাতিক ওজনস্তর সংরক্ষণ দিবস' কবে পালিত হয়? কোন চুক্তিকে স্মরণ করে এই দিবস ঘোষিত হয়?
৮. বার্মা দেশের নাম মায়ানমার কবে হয়েছিল?
৯. 'ইন্টারনেট কর্পোরেশন ফর অ্যাসাউন্ড নেমস অ্যান্ড নাম্বারস' (ICANN) কবে গঠিত হয়?
১০. 'বিশ্ব বাঁশ দিবস' কবে পালিত হয়? এদিন আর কোন বিশ্ব দিবস?
১১. চিলি দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়? মানচিত্রের সঙ্গে নামের মিল কোথায়?
১২. সেন্ট কিটস্ অ্যান্ড নেভিস দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। *-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

দেশভাগের ছায়া বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে

সুধীর রায়

ড. প্রফুল্ল চক্রবর্তী লিখেছেন যে কোনো রাষ্ট্রে যখন ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তখন সেই রাষ্ট্রে আজ হোক বা কাল, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্যাতন, উচ্ছেদ বা দেশত্যাগের শিকার হয়। যখন বাংলা ভাগ হয়, তখন অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫২ এবং হিন্দুদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৪৮। মনে রাখতে হবে জিন্নাহ এর আগে কলকাতায় নোয়াখালির বা গড় মুক্তেশ্বরে রায়ট সম্পর্কে প্রায় মৌনই ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই জিন্নার বক্তব্য, যে স্বাধীন পাকিস্তানে প্রত্যেক নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করে— একথা কেউ বিশ্বাস করেনি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দীর্ঘদিন ধরে ভারত ভাগের চক্রান্ত করেছে, ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করেছে। রাজ্যপালরা ব্রিটিশ আমলে মুসলিম লীগকে নানাভাবে মদত দিয়েছেন যাতে তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। একথা ঠিক যে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলিম জনসাধারণের প্রায় শতকরা নব্বইটি ভোট পেয়েছিল। অধিক সংখ্যক চাকরি ও সংরক্ষণের দাবিতে তখন মুসলিম জনসমাজ ক্রমশ সংগঠিত হচ্ছে। কিন্তু রাজার ভাগিনেয় লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন মার্চ মাসে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়েই কংগ্রেস ও লীগ-নেতৃত্বকে দেশভাগে রাজি করালেন।

দেশভাগের পর আমরা ভেবেছিলাম যে সবকিছুই শান্তিতে সম্পন্ন হবে। মানুষ যার যার পেশা অনুযায়ী স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারবে। কিন্তু দেশভাগের আগেই মুসলিম লীগের নেতৃত্বে আনসারদের সহযোগিতায় করাচি, লাহোর, অস্‌টক বা বেলুচিস্তানে দাঙ্গার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। লেখক কিষেন চন্দ দেখিয়েছেন কিভাবে পিতামহী, মা ও কন্যাদের উলঙ্গ করে রাস্তায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওইসব কন্যা, জায়া, জননীরা দাঁতে দাঁত চেপে দ্রৌপদীর মতো নীরবে অভিসম্পাত দিতে দিতে এগিয়ে চলেছেন। মাইলের পর মাইল দীর্ঘ আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছিল। খুসওয়ান্ত সিং-এর উপন্যাস 'এ ট্রেন টু পাকিস্তান'—এই দেশভাগ নিয়েই রচিত। উর্বশী বুটালিয়া, ঋতু মেনন, অমৃতা সিং প্রীতম বা ভীষ্ম সাহানীর গ্রন্থে এই দাঙ্গা, নারীহরণ, জোর করে ধর্মান্তর করার অপচেষ্টা নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিন্তু অনেকে মনে করেন উর্দু বা পাঞ্জাবী সাহিত্যে দেশভাগের যে ভয়ানক চিত্র ফুটে উঠেছে, বাংলা সাহিত্যে তা নেই। কারণ হিন্দুরা বেশিরভাগই চেয়েছিলেন যে পূর্বপাকিস্তানেই তারা থাকবেন, নিজ নিজ পেশা অনুযায়ী কাজকর্ম করবেন, জন্মভিটে ছাড়বেন না। সতীশ সেন, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন দত্ত বা বসন্ত কুমার দাশের মতো নেতারা তাই পাকিস্তান ছেড়ে আসেননি। আমার মনে আছে যে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ মন্তব্য করেছিলেন যে "আর রিফিউজী আইতে দিমু না।" কিন্তু ১৯৫০ সালের আগেই পাঁচ লক্ষের ওপর হিন্দু দেশ ছেড়ে এসেছিলেন। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিহারের মোহাজেররা, আনসার বাহিনী ও প্রশাসন একযোগে বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জে রায়ট বাঁধায়। তখন হাঁটা পথে, নৌকোয় রাতের অন্ধকারে, ট্রেনে, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু নরনারী সীমান্ত অতিক্রম করে এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

পরে বাংলা সাহিত্যেও দেশভাগের বেদনা, আশ্রয়প্রার্থীদের হাহাকার, নিরন্নের ক্রন্দন অনেক বেশি বেশি করে ফুটে উঠেছে। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'পূর্ব পশ্চিম' উপন্যাসে এই বেদনা ও হাহাকারের এক নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন। সেখানে প্রথমেই দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত, বনেদী পরিবারের লোকজন প্রথমেই বাঙ্গালদের দেখে ঘৃণায় নাক কুঁচকোয়, পুলিশে ডায়েরি করে। পরে বাঙ্গালরা কলকাতা, ২৪ পরগণা, হুগলি, হাওড়া, নদীয়া ও বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় জমি দখল করে কলোনি বসায়।

বাস্তুহারা নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী, ইন্দুভূষণ মজুমদার, বিজন মজুমদার প্রমুখের নেতৃত্বে সম্মিলিত বাস্তুহারা পরিষদ গড়ে ওঠে। এইসব কলোনিগুলিতে পুলিশি হামলা, জমিদারদের ভাড়াটে গুণ্ডার উপদ্রব লেগেই থাকত। পরে সন্তান কোলে করে মহিলারাও এগিয়ে আসেন। তারা লাঠি, বল্লম, সড়কি দিয়ে পুলিশের প্রতিরোধ করে। পি.এল. ক্যাম্পগুলিতে প্রায় হাজার হাজার লোক বিনা চিকিৎসায়, না খেতে পেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা গেছে। আব্রু বা ইজ্জত রাখা অত্যন্ত দুরূহ ছিল। শিয়ালদা স্টেশন এক নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছিল। দুমুঠো খাওয়ার জন্য, একটু আশ্রয়ের জন্য, কুমারী, সধবা বা বিধবা মহিলারা নারী শিকারী ও দালালদের খপ্পরে পড়ত। অন্যদিকে মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন কিভাবে পূর্ববঙ্গে বিকশিত হচ্ছে, কিভাবে সেই ভাষা আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হচ্ছে, তারও বিবরণ 'পূর্ব পশ্চিম' উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দিয়েছেন।

দেশভাগজনিত সমস্যা কিভাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রান্ত করেছিল তা সাবিত্রী রায় তাঁর 'ত্রিস্রোতা' ও স্বরলিপি উপন্যাসে দেখিয়েছেন। যদিও কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমে অধিকারি থিসিস অনুযায়ী পাকিস্তান প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিল, কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগেই কমিউনিস্টরা পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন তুলে নিয়েছিল। স্বয়ং জ্যোতি বসু বঙ্গ বিভাগের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। সাবিত্রী রায়ের জন্ম হয়েছিল মাদারিপুরে। তিনি শৈশব থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন। তাঁর স্বামী শান্তিময় রায় যশোরে মাইকেল মধুসূদন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি '৪৬-এর রায়টে দুহাতে দুটো রিভলবার নিয়ে দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বরলিপিতে সাবিত্রী রায় দেশভাগের অব্যবহিত পরেই কমিউনিস্ট পার্টির দ্বন্দ্ব পরিষ্কার করে তুলে ধরেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় আন্তঃপার্টি কংগ্রেসের নামে সব যোশীপন্থীদের বহিষ্কার করা হয়। কেননা পূরণচাঁদ যোশী ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরকে সমর্থন করেছিলেন। সাবিত্রী রায় দেখিয়েছেন যে একজন সুন্দরী পার্টি ক্যাডার পার্টির শৃঙ্খলা ও শুদ্ধতা রক্ষার জন্য তার প্রেম করা বিয়ের স্বামীকে ডিভোর্স করে। পরে একটা অ্যাকশনে সে মারা যায়। কিন্তু তার ব্রেসিয়ারের তলায় তার প্রাক্তন স্বামীর ছবি ছিল। আর তাতে লেখা ছিল "Every day I love you twice I loved before." এইরকম চক্রান্ত ও দলাদলির জন্য পার্টির তদানীন্তন রাজ্য সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ মন্তব্য করেছিলেন যে ৪৮ সালের পর কমিউনিস্ট পার্টির শতকরা চল্লিশ জন কর্মী হয় বহিষ্কৃত হয়েছেন বা নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছেন। সাবিত্রী রায় এর পরেও পাকা ধানের গান, ত্রিস্রোতা প্রভৃতি লিখে দেশভাগের পরবর্তী জীবনে মানুষের দুঃখ, কষ্ট ও সংগ্রামের কথা বলেছেন। কবি জীবনানন্দ দাস বরিশাল বি.এম. কলেজে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। কবি হিসাবে তিনি বুদ্ধদেব বসু কিংবা রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পেয়েছিলেন। বরিশালের নদনদী, জিওলগাছের সারি, কিশোরীর চাল ধোয়া হাত, তাঁর মনে বরিশাল সম্পর্কে একটি মায়া মোহের সৃষ্টি করেছিল। দেশ ভাগের অব্যবহিত পরেই তিনি প্রথমে খড়গপুর কলেজে এবং পরে হাওড়া গার্লস কলেজে চাকরি পান। কিন্তু টাকার অভাবে, পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তিনি ম্রিয়মান হয়ে থাকতেন। তাই অমরেন্দ্রনাথ মিত্র নামে একজন মার্কসবাদী সমালোচক পরিচয় পত্রিকায় জীবনানন্দকে ভীরু, পলায়মান বাস্তবতাবিমুখ কবি বলে ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ওপার বাংলায় মুক্তিযোদ্ধারা পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল, দুই বাংলার সক্রিয় গায়ক-গায়িকারা এখনও তাঁর রচিত গান গায়।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আমরা পাই এমন এক স্মৃতিমেদুরতা যা চিরদিন বাংলা সাহিত্যের পাঠককে মুগ্ধ করবে। "আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায় / হয়তো মানুষ নয়—হয়তো শঙ্খচিল শালিখের বেশে; / হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে / কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়, / হয়তো বা হাঁস হবো—কিশোরীর—ঘুঙ্খুর বাজিবে লাল পায়ে / সারা দিন কেটে যাবে কলসীর গন্ধে ভরা জলে ভেসে ভেসে; / আবার আসিব আমি বাংলায় নদী, মাঠ, ক্ষেত ভালবেসে / জলঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলায় এ সবুজ করুণ ডাঙ্গায়।"

'বিষাদবৃক্ষ' বা পিছাড়ায়া যানা নামে আত্মজৈবনিক উপনাসে লেখক মিহির সেন শেওড়া গ্রামের এক তালুকদারের কথা বলেছেন। হিন্দুরা সব চলে যাচ্ছে, নিদারুণ অর্থকষ্টে তালুকদার বাড়ির ছেলেদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ। পরে কীর্তিনাশায় স্কুলে ভর্তি করে লেখক ঝালকাঠি গিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। পরে নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু ছলচাতুরি করে তার স্কলারশিপের টাকা আটকে দেওয়া হয়। পরে ১৯৬৫ সাল নাগাদ তিনি বৈধভাবে এদেশে আসেন এবং একটি সরকারি চাকরিতে স্থিত হন। পূর্ব পাকিস্তানে পুলিশ সুযোগ পেলেই হিন্দু মেয়েদের যৌনদাসী করে রাখত। কিন্তু এখনো তিনি মাঝে মাঝেই বরিশাল যান, নতুন রাস্তাঘাট দেখেন, স্ত্রী স্বাধীনতার অপূর্ব বিকাশ তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি মনোরমা মাসীর কথা বলেন, যিনি আজীবন নারীমুক্তির কথা বলে গেছেন।

শান্তা সেনের 'পিতামহী' গল্পে তাঁর পিতামহী বা মায়ের কথা বলা হয়েছে। পিতামহী মাঝে মাঝে কোলকাতায় আসতেন ছেলে ও নাতি-নাতনীদের দেখতে। কিন্তু তিনি ভিটে ছাড়েননি। গিঁট দেওয়া শতছিন্ন কাপড় পরে থাকতেন। কিন্তু দাঙ্গার ধাক্কায় তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তার ছেলে মার খোঁজে শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে দুদিন পরে এক অর্ধমৃতা মাকে নিয়ে এলেন। কিন্তু মা আর চোখ খোলেননি।

শান্তা সেনের মতো সুজাতা শিকদারও 'দয়াময়ীর কথা'য় তাঁর নিজের শৈশবের কথা বলেছেন। তাঁর মা ও বাবা, দুজনেই বালিতে শিক্ষকতা করতেন। দয়া তার পিসিমাকেই মা বলে ডাকত। দয়ার পিসিমাই জমি চাষ করিয়ে ধান, পাট, আলু ও সরষে তৈরি করতেন। মহিম ছিল তাদের কামলা।

—এরপর তিনের পাতায়

দেশ ও সমাজ

সত্যজিৎ-উত্তম : ‘নায়ক’-এর ৫০ বছর

নিজস্ব সংবাদদাতা : সত্যজিৎ রায় যখন ‘নায়ক’ ছবির জন্য উত্তমকুমারকে পছন্দ করেন তখন তাঁর ভাবনা ছিল—‘নায়ক’ আমি লিখলাম উত্তমকুমারের কথা ভেবেই, কারণ সেখানে এমন একজন অভিনেতার কথা বলা হয়েছে যে স্টার হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে গেছে। (উত্তমকে নেওয়ার কারণ হল আমি যদি উত্তমকে ছাড়া অন্য কাউকে নিই তখন লোকের মধ্যে ধারণা হবে যে এই অভিনেতা এতদিন ধরে অভিনয় করছেন কিন্তু তিনি তো স্টার হিসাবে ব্যক্তিগত জীবনে সফল হতে পারেননি।) সত্যজিৎ-এর এই কথার পর বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত ১৭ সেপ্টেম্বর, টাউনহলে আলোচনা সভায় সুবক্তা চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ‘সত্যজিৎ—উত্তম : ‘নায়ক’-এর ৫০ বছর’ শীর্ষক আলোচনায় উত্তম সম্পর্কে যেভাবে ময়নাতদন্ত করলেন— উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। মনোগ্রাহী আলোচনায় উত্তমকুমারের ব্যক্তি জীবনের কাঁটাছেঁড়া অনেকেরই ভালো লাগেনি। যদিও প্রশ্নোত্তর পর্বের সময় খুব বেশি ছিল না। চলচ্চিত্রে উত্তমের অবদান সত্যজিৎ-এর ছবিতে ২৭০ টাকার কেরানী থেকে সিনেমার নায়কে উত্তরণ পর্ব আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে, ক্ষেদ প্রকাশ করা হয়েছে তথাকথিত ঋত্বিক, মৃণাল সেন তাঁকে নিয়ে কাজ করবার কথা ভাবেননি। ভাবলে হয়তো ‘অন্য উত্তম’কে পেয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের দর্শক বিশেষভাবে উপকৃত হতেন। কিন্তু সত্যজিৎ রায় যে তাঁকে নিয়ে পরবর্তী সময়ে ‘চিড়িয়াখানা’ করেছিলেন সে কথাও উহ্য রইল। বাংলা চলচ্চিত্রের দর্শক চার দশক পরে তাঁকে মনে রেখেছেন তাঁর প্রমাণ টিভিতে তাঁর ছবিগুলির প্রদর্শন বারে বারে এখনও হয়ে চলেছে। তাই ভবিষ্যতে এ ধরনের আলোচনা সভার বক্তারা এরকম বিষয়ে সতর্ক থাকলে বা স্মরণে রাখলে মনে হয় দর্শক শ্রোতারাও যেমন উপকৃত হবেন অনুরূপভাবে বক্তাও। প্রশ্নোত্তরের সময় মাথায় রেখে এই ধরনের আলোচনা সভা পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলেও মনে হয়েছে।

নাতিকে বাঁচাতে গিয়ে ঠাকুমার মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৭ সেপ্টেম্বর : নাতিকে জলে ডোবা থেকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু হল ঠাকুমার। মৃতা মিনতী দাস (৬৬) বাড়ি কালনার হাসপুকুর গ্রামে। জানা গেছে এদিন বেলা ১০টা নাগাদ নাতি-পুতিদের সঙ্গে নিয়ে মিনতী দেবী ভাগীরথী নদীঘাটে স্নান করতে যান। এক নাতিকে জলের স্রোতে ভেসে যেতে দেখলে মিনতী দেবী জলে ঝাঁপ দেন। নাতিকে বাঁচাতে সক্ষম হলেও তিনি নিজেকে বাঁচাতে পারেননি। পায়ে কাপড় জড়িয়ে জলে ডুবে যান। কালনা মহকুমা হাসপাতালে মরদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়।

দেশভাগের ছায়া বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে

—দ্বিতীয় পাতার পর

সে দয়াকে কাঁধে নিয়ে যেত। আচারনিষ্ঠ বিধবার এতে আপত্তি ছিল। কিন্তু রোজার সময় তিনি কলসী ভর্তি করে জল রাখতেন, গুড় ছোলা রাখতেন যাতে রোজাদাররা ইফতার করতে পারে। মহিম ধর্মভীরু মানুষ। তাই দয়া পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার পর মহিম একটি হেলে গরু বিক্রি করে দয়াকে দেখতে আসে। কিন্তু সে বিনিময়ে দয়ার বাবা মার কাছ থেকে আশা করেনি ।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক তপন রায় চৌধুরীর আমি ছাত্র ছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে কংগ্রেস কোয়ালিশন করলে বঙ্গভঙ্গ হতো না। হকসাহেবের মতো উদারহৃদয়, অসাম্প্রদায়িক নেতা অবিভক্ত বাংলায় কেউ ছিলেন না। তপনবাবুর বাবা চাঁদবাবু বা অমিয় রায় চৌধুরীকে আমি ’৪৬ সালের নির্বাচনের সময় ফিরোজপুরে দেখেছি। তিনি বরিশাল কংগ্রেসের নেতা ছিলেন, বি.পি.সি.সি-র সদস্য ছিলেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে তিনি এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিতে পরিণত হলেন। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় তাঁর নামে একটা বাসরুটের পারমিট দিয়েছিলেন।

আমার বড়মামা শিশির কুমার দাশগুপ্ত, বি.এ. বি.এল ছিলেন ফিরোজপুরে কংগ্রেসের নেতা, বি.পি.সি.পি-র সদস্য। কিন্তু দেশভাগের পর তিনি আর পাত্তা পাননি। অনাদরে, অবহেলায় তিনি বাকি জীবন কাটিয়েছেন।

দিগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋত্বিক ঘটকের নাটকে আমরা ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবনের হাহাকার ও বেদনার কথা শুনতে পাই। ‘দলিল’ নাটকটি আমি তখন রক্সিতে দেখি। ঋত্বিক ঘটক পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন নিয়ে এই নাটকের অবতারণা করেন। মাতৃভাষার বিরুদ্ধে শাসকদের ফরমান কিভাবে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও বরিশালে ছাত্র তথা সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তাঁর বিবরণ এই নাটকে পাওয়া যায়। তাঁর পরিচালিত ‘মেঘে ঢাকা তারা’র নায়িকা সুরবালার অদম্য বাঁচার সখ ছিল। কিন্তু দেখা গেল সে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত। নিমাই ঘোষের ‘ছিন্নমূল’ চলচ্চিত্রটি তখনকার দিনে চেকোস্লাভাকিয়ায় প্রশংসিত হয়েছে। এই চলচ্চিত্রেও ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের অসহায় আর্তির কথা, বেদনার কথা বলা হয়েছে। কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাস, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর নানা কবিতায় উদ্বাস্তু জীবনের গ্লানি, বেদনা, সবসময় এসেছে। শঙ্খ ঘোষ-এর ‘সুপারি বনের সারি’ গ্রন্থটি কিশোর নীলুর স্বগতোক্তিতে শেষ হয়!

প্রণাম তোমায়, প্রণাম তোমায় এই দ্বাদশীর বিকেল। প্রণাম ওই খালের বুকে নদীর জলের ঢেউ। প্রণাম তোমায় তুলসীতলার মাঠ। প্রণাম ফুলমাসি, প্রণাম তোমায় সুপুরি বনের সারি।

বিষ্ণু দে লিখছেন—

“এখানে ওখানে দেখো দেশ ছাড়া, লোক হাঁপায় / পার্কের ধারের শানে পথে পথে গাড়িবারান্দায় / ভাবে ওরা কি যে ভাবে। ছেড়ে দেশ / এইখানে কেউ বরিশালে কেউ কেউ বা ঢাকায়।

তথ্যসূত্র :
ড. তপন রায়চৌধুরী—বাঙ্গালনামা
জীবনান্দ দাশ—কবিতা সংগ্রহ
সাবিত্রী রায়—স্বরলিপি, ত্রিস্রোতা
সুজাতা সরকার—দয়াময়ীর কথা
শান্তা সেন—পিতামহী, প্রতিক্ষণ
বিষ্ণু দে—শ্রেষ্ঠ কবিতা
শঙ্খ ঘোষ—শ্রেষ্ঠ কবিতা

জঞ্জাল সরানোর আগেই ‘হব ইতিহাস’

তপোময় ঘোষ

কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য অঙ্গীকার করেছিলেন, প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল, তারপর হব ইতিহাস। কিন্তু এখন কেউ কেউ জঞ্জাল সরানো তো দূরের কথা, জঞ্জাল সৃষ্টি করার আনন্দে ইতিহাস হতে চাইছেন। হ্যাঁ, সিঙ্গুর কারখানা-ভাঙার মর্চে-ধরা লোহা-লক্কর-টিন—জঞ্জালই বটে!

ওগুলো জমি থেকে সরানোর আগেই তার নেত্রীকে ইতিহাসে স্থায়ী স্থান দিতে উঠেপড়ে লেগেছেন উপযুক্ত শিক্ষামন্ত্রী ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি নাকি ছাত্র-পাঠ্য ইতিহাস বইয়ে সিঙ্গুর আন্দোলনের কাহিনি বিবৃত করে ছাপানো এবং ক্লাসে ক্লাসে পড়ানোর ব্যবস্থা পাকা করে ফেলছেন। এবং তা খুব দ্রুত।

চরম ঢাক পেটানো হচ্ছে : ‘সিঙ্গুর বিজয় উৎসব’-এর। ওই ‘এই সময়’ পত্রিকার পাতার পর পাতা জোড়া সংবাদ-চিত্রে আহ্লাদ ছাপিয়ে পড়ছে। আর তার একদিন পর ১৬ সেপ্টেম্বর কাগজেই কলকাতায় হোসেনপুরের বর্গাদারদের জমির অধিকার লড়াইয়ের সচিত্র সংবাদ বিবরণ। সিঙ্গুর উৎসবের উল্টো সুর এবার অনেক জায়গাতেই। হবে না-ই বা কেন? সিঙ্গুরে কি আদৌ কারো জয় হয়েছে?

শতাব্দী প্রাচীন ইংরাজি দৈনিক ‘দি স্টেটসম্যান’ বলছে— না, সিঙ্গুরে কারো জয় হয়নি। ১৫ সেপ্টেম্বরের দীর্ঘ উত্তর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল : ‘নো উইনার ইন সিঙ্গুর’। অর্থাৎ সিঙ্গুরে কোনো বিজয়ী নেই। এলেবেলে কেউ নয়, স্বয়ং এই ঐতিহ্যশালী পত্রিকার প্রাক্তন সহকারি সম্পাদক প্রবীণ সাংবাদিক অমূল্য গাঙ্গুলী এই প্রবন্ধ লিখেছেন।

বিস্তৃত যুক্তি বিন্যাসে তিনি প্রমাণ করেছেন সিঙ্গুরে কোনো পক্ষেরই জয় হয়নি। তিনি লিখেছেন, না কৃষক, না বর্তমান, না প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, কারোরই প্রকৃত জয় হয়নি। এছাড়া সিঙ্গুর কাণ্ডের জন্য তিনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই সরাসরি দায়ি করেছেন। নির্ভীক এই সংবাদিক তার নির্ভীক কলামে লিখেছেন, “...ইট ইজ অলসো আনডিনায়েবল দ্যাট ন্যারো মাইন্ডেড পলিটিক্স র‍্যাদার দ্যান এ ব্রড ইকনমিক ভিশন ওয়াজ বিহাইন্ড মমতা ব্যানার্জী’স অ্যাজিটেশন এগেন্সট টাটা’স।” তিনি বলে দিয়েছেন, “টাটাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোয় মমতা ব্যানার্জীর বৃহত্তর অর্থনৈতিক লক্ষ্যের থেকে সংকীর্ণমনা রাজনীতিই বেশি ছিল।”

আর ১৬ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়তেও লেখা হয়েছে : “...শুধু ভারত নহে, গোটা দুনিয়াতেই ‘সিঙ্গুর’ শব্দটি শুনিলে শিল্পমেধ যজ্ঞের কথা স্মরণে আসে। সেই যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী।”

শুধু ঐতিহাসিকরা নন, সাধারণ পণ্ডিতরা বলেন, সভ্যতার বিকাশের স্বাভাবিক গতি হল বন থেকে জমি, জমি থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে শহরে উত্তরণ। সিঙ্গুরে হল ঠিক তার উল্টো। এখানে শহর/কারখানা ভেঙে জমিতে পিছিয়ে আসা হল। এটাও ইতিহাস। রাজাদের নিয়েই তো ইতিহাস। তো রাজবাড়ির দুটো বউ আত্মহত্যা করলেও তা সত্যিই ইতিহাস।

আর ইতিহাস যখন সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিলেবাসের মাধ্যমে ইতিহাসের বইয়ে ছাপা অক্ষরে সিঙ্গুরের কাহিনি একটি অধ্যায় হিসাবে থাকতে হবে। শাসক চাইছে, “রক্ত মাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি শিশু পাঠ্য কাহিনিতে থাকে মুখ ঢাকি”। এটা তো চিরদিনই সত্য।

কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসের গতিধারা সম্বন্ধে যারা খোঁজখবর রাখেন, তারা কী বলছেন? পৃথিবীর সব উন্নত দেশেই ‘জাতীয় আয়’-এ কৃষির অবদান মাত্র ১ শতাংশ। শিল্পের ৯ শতাংশ আর পরিষেবার ৯০ শতাংশ। গত বছরের জুলাই মাসের (সম্ভবত ১০ তারিখে) সম্পাদকীয় লিখে আনন্দবাজার পত্রিকা নিদান দিয়েছিল, চাষ না ছাড়লে জাতির উন্নতি নাই। না-ই তো। একজন আকাট চাষার ছেলে হিসাবে বলছি, সত্যিই নাই! আর নাই বলেই আমাদের মতো কৃষিপ্রধান (!) দেশেও এখন ‘জাতীয় আয়’-এ কৃষির অবদান কমতে কমতে ১৩-তে এসে নেমেছে।

আক্ষেপ করে লাভ নেই, কৃষি ক্রমে শেষ হয়ে যাবেই। আর ‘সন্তানসম পালে যারা জমি’ তারা কবেই বা প্রকৃত জমিদার! নজরুলের আমলেও ছিল না, এখনও নেই। সিঙ্গুরের জমি কার ভোগে যায় সাগ্রহে তাকিয়ে দেখবো।

সিঙ্গুরের জমি তো মিউনিখ থেকেই সেখানকার গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা বি এম ডব্লুকে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে এসেছিলেন মমতা ব্যানার্জী। বিজয় উৎসবের মঞ্চে স্বাগত জানালেন ‘টাটা’দেরকেও। তার পরদিন টাটা মেটালিকসের কর্তাকে বসিয়ে গোয়ালতোড় দেখালেন। এই গোয়ালতোড় অবশ্য ২০১১ সাল থেকে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে কুমীরের বাচ্চা দেখানোর মতো দেখিয়ে আসছেন।

অর্থাৎ টাটারা শত্রু নয়, শিল্পায়নও শুভ কর্মসূচি। কিন্তু সেটা অন্য কেউ করলে হবে না। সেই কর্তৃত্ববাদী শাশুড়ির পুরনো প্রশ্ন : ‘ভিক্ষা যে হবে না, সেটা আমি থাকতে বউমা বলার কে?’ শিল্প যে দরকার, সেটা বুদ্ধদেবরা বলার কে?

এ রাজ্যেও শিল্পায়নের ইতিহাস আছে। আছে উচ্ছেদ-কথার বেদনা। খোদ বিধানচন্দ্র রায়ও দুর্গাপুর, বিশেষত স্টীল প্ল্যান্ট বানানোর আগে ১৮খানি গ্রামকে সরাতে বাধ্য হয়েছিলেন। সিঙ্গুরবাসী কী ভাবছেন, তারাই বলতে পারবেন, আর পারবেন তাদের নেত্রী। তবে সোজা ইতিহাস বলে, জমিতেই কলকারখানা তৈরি হয়। অবশ্য ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ড্রাস্ট্রি বা নির্মাণ শিল্প এখন সারা পৃথিবীতেই দুর্দশায় চলছে। কোথাও কেউ লাভের মুখ দেখছে না। ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ করতে গিয়ে মোদিজীও তা হাড়ে হাড়ে বুঝছেন। দেশে দেশে ঘুরেও কোনো বিদেশি শিল্পপতি বা বহুজাতিক এদেশে আসেনি। কারণ এদেশে জমি নেওয়ার সমস্যা। আর আমাদের দেশের চেয়েও সস্তা শ্রমিকের দেশ পৃথিবীতে আছে।

আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও চীন, সিঙ্গাপুর, লন্ডন ঘুরে এলেও কেউ বিনিয়োগ করতে আসেনি। কারণ ওই ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের মন্দা। আর যদি কারখানা হয়-ও, সব তো বৃহৎ যন্ত্র বা রোবোটাইজেশন হবে। কর্মসংস্থান হবে না। মাত্র দু’একজন অপারেটর গোটা প্ল্যান্ট চালাবে। ‘জবলেস গ্রোথ’-র অর্থনীতির যুগ এখন। এখন বাঁচাবে শুধু পরিষেবা। রাজ্যে সেই পরিষেবা হাব করার আহ্বান অবশ্য কেউ জানাননি। সবাই এখন ‘হব ইতিহাস’ বলে অপেক্ষা করছেন। কেউ কেউ নিজেই কলম ধরে ফেলছেন। অন্য কোনো বিদগ্ধ ঐতিহাসিকদের জন্য অপেক্ষা করতে পরছেন না। আমরা কিন্তু অপেক্ষা করছি সবটা দেখতে।

পূর্বস্থলীতে ডেঙ্গু আতঙ্ক

—প্রথম পাতার পর

এদিকে চারপাশের জলা এবং বিলে পাটচাষিরা পাট পচানোয় দুর্গন্ধে ভরে গেছে গ্রামের পরিবেশে। স্বাস্থ্যকর্মীরা খালি হাতে শুধু বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের হাতে কোনো প্রতিষেধক নেই।

প্রাক্তন বিধায়ক সুব্রত ভাওয়াল বললেন, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যে মধুপুর গ্রামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। সব কিছু প্রশাসনকে জানানো হয়েছে—যাতে প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। তিনি গ্রামের মানুষকে আতঙ্কে না ভুগে সচেতন হবার পরামর্শ দেন এবং স্থানীয় যুবকর্মীদের এ বিষয়ে সচেষ্ট হতে নির্দেশ দেন। গ্রামবাসীরা তাঁর কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করলে জানা গেল স্থানীয় নিমদহ পঞ্চায়েতে মাত্র ২ কেজি ব্লিচিং পাউডার এসেছে, তাও ছড়ানো হয়নি। মানুষ এখনও ডেঙ্গু আতঙ্কে ভুগছে।

বোমা বিস্ফোরণ

—প্রথম পাতার পর

মা। বিস্ফোরণের সময় পাশের বাড়ির আসাদুল মণ্ডল রাস্তার কলে সকালে মুখ ধুতে আসার সময় দেওয়াল ভাঙার ইটের টুকরো মাথায় লেগে আহত হয়। তাঁকে পুলিশ পাহাড়হাটি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা করিয়ে আনে। মোল্লা আলি সেখের আসল বাড়ি কালনা থানার আব্দুলপুর পাইগাছি। পুলিশ তিনজনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। দুপুর ১টা নাগাদ কোলকাতা থেকে বোমা স্কোয়াডের সিআইডি চার জনের একটি দল এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে। বিস্ফোরণ ঘটে যাওয়া ওই ঘরটিতে আরও বোমা আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখে।

শ্রুতিবাকের সাহিত্য আসরে কবিতা পাঠ করছেন বাচিক শিল্পী ও কবি দেবেশ ঠাকুর। মঞ্চে কবি কার্তিক গঙ্গোপাধ্যায়। আসরটি অনুষ্ঠিত হয় ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে।

আদিবাসী মঞ্চের নেতার জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ সেপ্টেম্বর : আদিবাসী অধিকার রক্ষা মঞ্চের নেতা তথা সিপিআই(এম) পার্টি সদস্য কালীপদ সরেন-এর জীবনাবসান হয়েছে। রবিবার গভীর রাত্রে কালনার কাদিপুর গ্রামস্থিত নিজ ভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। দুই পুত্র ও স্ত্রী বর্তমান। খবর পেয়ে সোমবার সকালে কাদিপুর গ্রামে ছুটে যান পার্টির নেতা-কর্মীসহ বহু অনুরাগী। শেষ শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) কালনা জোনাল সম্পাদক কুসুল শিকদার, সুশীল সিংহ, আলিম সেখ, নির্মল সিংহরায়, মধুসূদন সিংহরায়, গোপেশ্বর মহন্ত প্রমুখ।

কৃষক ও ক্ষেতমজুর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কালীপদ সরেন ১৯৮৫ সালে পার্টির সংস্পর্শে আসেন। কাদিপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক পদে থেকে সুষ্ঠুভাবে সমবায় পরিচালনা করেন। তিনি আদিবাসী অধিকার রক্ষা মঞ্চের কালনা-১ উত্তর লোকাল কমিটির সম্পাদক ছিলেন

সোনা চুরির অভিযোগে গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : ৪৮ লক্ষ টাকা সোনা চুরির অভিযোগে মুম্বাই পুলিশ কালনার মতিশ্বর থেকে লিয়াকত সেখ নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে। পশ্চিম মুম্বাই-এর স্বর্ণ ব্যবসায়ী গণেশ ভাণ্ডারীর অভিযোগক্রমে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ৪৮ লক্ষ টাকার সোনা নাকি লিয়াকত তছরূপ করে এখানে চলে এসেছে। পুলিশ কালনা মহকুমা আদালতে অভিযুক্তকে পেশ করে এবং মুম্বাই নিয়ে যায়। লিয়াকত শেখ জানান গণেশ ভাণ্ডারী নিয়মিত সোনা দেন এবং তিনি গয়না তৈরি করেন। গত ১৫ বছর যাবৎই এই ব্যবসা চলে আসছে। মুম্বাইতে তাঁর চল্লিশ লক্ষ টাকা মূল্যের বাড়িও আছে। সে বাড়িতে ভাইকে রেখে তিনি ঈদ উপলক্ষে এখানে আসেন। ভাণ্ডারীবাবুর সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে—তাই এই গ্রেফতার এবং মামলা।

কালনায় শহিদ স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ সেপ্টেম্বর : পতাকা উত্তোলন, শহিদ বেদীতে মাল্যদান, রক্তদান শিবির, স্মরণসভার মধ্যে দিয়ে শুক্রবার স্মরণ করা হয় শহিদ কমরেড আলি আহম্মদ খানকে। সিপি আই(এম) কালনা জোনাল কমিটির সদস্য তথা প্রাদেশিক কৃষক সভার বর্ধমান জেলার কাউন্সিল সদস্য আলি আহম্মদ খান কংগ্রেসি গুণ্ডা বাহিনীর হাতে খুন হন ১৯৯০ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর রাতে। সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ পশ্চিম লোকাল কমিটির উদ্যোগে এদিন ওসমানপুর গ্রামেই শহিদ আলি আহম্মেদ খানকে স্মরণ করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ পার্টি সদস্য সুধীর ঘটক। শহিদবেদীতে মাল্যদান করেন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। শ্রীকুমার দুবের সভাপতিত্বে স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন কালনা জোনাল সম্পাদক সুকুল শিকদার।

এক দিবসীয় ফুটবলে জয়ী আরিয়ান ক্লাব

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৭ সেপ্টেম্বর : বড় ধামাসে অনুষ্ঠিত শনিবারের একদিবসীয় ফুটবলে জয়ী হয় আরিয়ান ক্লাব। ফাইনালে ব্ল্যাক উইপনস্‌কে ৩-০ গোলে পরাজিত করে। তরুণ সংঘের উদ্যোগে এদিনের ফুটবল খেলায় বিভিন্ন এলাকার আটটি দল অংশগ্রহণ করে। আয়োজক ক্লাব তরুণ সংঘের সম্পাদক সৌমিত্র চ্যাটার্জী জানান, বিগত ৫০ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে এই ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়ে আসছে। সম্প্রতি রাজনৈতিক ডামাডোলের জন্য অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন এবছর এই টুর্ণামেন্ট সংঘটিত করা সম্ভব হবে না। কিন্তু সব জল্পনা-কল্পনাকে ধূলিসাৎ করে স্থানীয় মানুষের বিপুল সমর্থনে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে এই টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হল। প্রতিটি ম্যাচে দর্শক সমাগম ছিল উল্লেখ করার মতো।

কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : হুগলির বলাগড়ে বাড়ি সাগর সরকারের বয়স ২২ বৎসর। কাজ করছিলেন বেহুলা নদীর পাড় বাঁধাইয়ের। ১০০ দিনের কাজে যুক্ত ছিলেন সাগর। সাইকেলে কর্মস্থলে আসার সময় সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে যান নদীতে। মাথাটি পাঁকে ডুবে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। কালনা হাসপাতালে তার শবব্যবচ্ছেদ হয়।

বাড়ির মালকিন খুনে গ্রেপ্তার-১

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ সেপ্টেম্বর : চল্লিশ দিন পর বাড়ির মালকিন খুনে একজনকে গ্রেপ্তার করল কালনা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম দেবাশীষ ব্যানার্জী। তার বাড়ি হুগলি জেলার চুঁচুড়ায়। কালনা রেল স্টেশন সন্নিকট নিউ মধুবনে গত ৫ অগস্ট গভীর রাতে খুন হন বাড়ির মালকিন উত্তরা কর্মকার। অভিযোগ অর্থ ও জিনিষপত্র হাতাতেই তাঁর বাড়ির ভাড়াটিয়ারাই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। শেষে মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ধরে কালনা থানার পুলিশ চুঁচুড়া থেকে গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত দেবাশীষ ব্যানার্জীকে। ধৃত মূল অভিযুক্ত শুভ চ্যাটার্জীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে এখনও বেপাত্তা।

যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ সেপ্টেম্বর : ঈদের অনুষ্ঠান দেখে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় নাজির সেখ (১৭) নামের এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটে বুধবার ভোরে মন্তেশ্বর থানার কুসুমগ্রামে। মৃতের বাড়ি কুসুমগ্রামের ডাঙ্গাপাড়ায়। মঙ্গলবার রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনার মধ্যে সে পড়ে। একটি ট্রাক পিছন দিক থেকে এসে পিষে দিয়ে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু ঘটে। কালনা মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। 'দি ইন্ডিয়ান স্টেটস ম্যান', ১৮৫৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর; ২। অসমের করিগমঞ্জে, ১৯০৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৫টি, সত্যপীর এবং ওমর খৈয়াম; ৩। লাহোর জেলে, ১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর, ৬৪ দিন অনশনের পর; ৪। মনসুর হবিবুল্লাহর মৃত্যু ১৯৯৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর, বিনয় কোঙারের মৃত্যু ২০১৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর; ৫। ১৮২১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর; ৬। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া। ১৫ সেপ্টেম্বর। জন্ম ১৮৬১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর; ৭। ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ সালে ১৬ সেপ্টেম্বর মন্ট্রিল চুক্তি স্মরণে; ৮। ১৯৮৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর; ৯। ১৯৯৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর; ১০। ১৮ সেপ্টেম্বর, ওয়াল্ড ওয়াটার মনিটরিং ডে; ১১। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে ১৮১০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর, স্যান্টিয়াগো, লঙ্কা (Chili) মতো দেখতে; ১২। উত্তর আমেরিকা মহাদেশে। ১৯৮৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। ব্যাসটেয়ার।

আক্রান্ত গৃহবধূ-র পাশে দাঁড়িয়ে পাল্টা মার আক্রমণকারীকেও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ সেপ্টেম্বর : একদল মদ্যপের অশ্লীল আচরণের প্রতিবাদ করে আক্রান্ত হলেন এক গৃহবধূ। উপস্থিত মানুষজন দলবদ্ধভাবে তাড়া করে মদ্যপদের। আক্রান্ত গৃহবধূকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। ঘটনাটি ঘটেছে কালনা পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের হরিজন পল্লীতে।

বিদ্যুৎহীন নিভুজীবাজার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ সেপ্টেম্বর : ঈদের দিনই মঙ্গলবার সকালে দু'ঘন্টা বিদ্যুৎহীন হয়ে গেল গোটা নিভুজীবাজার এলাকা। ফলে তৈরি হয় বিরাট জল সংকট। তাই স্নান ছাড়াই এদিন বহু মানুষই ঈদের নামাজে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে বিরাট ক্ষোভ। অসংগঠিতভাবে এদিন কিছু মানুষ এসটিকেকে সড়ক অবরোধ করে বসে। শেষে কালনা থানার ওসির হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে।

মননে চিন্তনে কর্মে ও চেতনায় স্ফুরণ ঘটানোর হাতিয়ার বই
পড়ুন! সংগ্রহ করুন ও প্রিয়জনকে উপহার দিন!
অতীতকে জানুন। বর্তমানের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলুন।
ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণার উৎস সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত
বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ
মূল্য : ৩০০টাকা
সমবায়রত্ন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত আকরগ্রন্থ
সমবায় ও মানবসভ্যতা
মূল্য : ৫০০টাকা
জন্মশতবর্ষে শিবানন্দ পালের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন
সংগ্রামী হরেকৃষ্ণ কোঙার
মূল্য :৭০টাকা
রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এক ডজন গল্পের সংকলন
গল্পসল্প
মূল্য : ৫০ টাকা
ড. সুকৃতি ঘোষালের সময়োপযোগী মননশীল প্রবন্ধ সংকলন
প্রতর্ক
মূল্য : ১৭৫ টাকা
স্বাধীনতা সংগ্রামী ফকিরচন্দ্র রায় প্রণীত
স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়
(দ্বিতীয় খণ্ড)
মূল্য : ৪০০ টাকা
পাওয়া যাচ্ছে
নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তর, ৬২ বি সি রোড, বর্ধমান
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লি. সমস্ত শাখায়

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা